চুয়াডাঙ্গা’য় মটর শ্রমিক ও চা দোকানিদের মাঝে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের খাদ্য সহায়তা

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে করোনা‘র প্রাদুর্ভাবে ঘরবন্দী কর্মহীন পরিবারসমূহে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় চুয়াডাঙ্গার মটর শ্রমিক ও চায়ের দোকানদারদের মাঝে ০২ মে, ২০২০ শনিবার, বিকাল ৩টায় ৪৫০টাকা মূল্যের ৫০ প্যাকেট খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা’র অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া খান ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানা’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ৩০জন মটর শ্রমিক ও ১৫জন চায়ের দোকানদার এবং ০৫জন সাউন্ড সিস্টেম অপারেটরের হাতে খাদ্য উপহার সমূহ তুলে দেন।

এসব খাদ্য উপহার এর মধ্যে ছিল চাউল, আলু, মসুর ডাল, ছোলা, সয়াবিন তেল, মুড়ি, মাস্ক।

এসব খাদ্য উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, উপ-সমন্বয়কারী মাহাবুবুর রহমান মুকুল সাহেদ জামাল ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচি নুঝাত পারভীন প্রমুখ।

পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা

[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দেশে ২৪ ঘন্টায় নতুন ৫৭১ জন সহ মোট আক্রান্ত ৮২৩৮

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৭১ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৮,২৩৮।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫,৫৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য অনলাইন বুলেটিনে আহবান জানানো হয়।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৫৬৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৭,৬৬৭ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৫ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬৮। আর একই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬০ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর সদরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রথমবারের মত করোনা সনাক্ত হয়েছে। যে ১৯টি স্যাম্পলের ফলাফল অসমাপ্ত ছিল তার মধ্যে একজনের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। বাকি ১৮ জনের নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। ১৮ জনের মধ্যে মুজিবনগর ইউএনও সহ ৬জন রয়েছেন। যাদের নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে।

আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নে। তিনি একজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্র্মী। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ড. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিনিদিন কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো জানান, প্রথম দিন যখন সন্দেহতীত পজেটিভ এসেছিল সেদিন থেকেই তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এবং ওই ব্যক্তি আইসোলেশনে রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুর জেলায় তিনজনের শরিরে করোনা পজেটিভ সনাক্ত হলো। এদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইদ্রিস শাহ নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। জেলায় দুই জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

করোনায় কেমন আছেন কুষ্টিয়ার সাধুরা?

করোনাভাইরাস সঙ্কটে ভুগছে সারাবিশ্ব। মৃত্যু মিছিলে যোগ দিচ্ছে একের পর এক দেশ। করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে। দুই লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ লাখের বেশি মানুষ।

বাংলাদেশেও এর প্রকোপ বাড়ছে আস্তে আস্তে। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। মৃত্যুও নেই থেমে। করোনা প্রতিরোধে জনজীবন

বিপর্যস্ত। দেশব্যাপী লকডাউনে স্থবির হয়ে পড়েছে প্রায় সবকিছু। এর মাঝে কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন কুষ্টিয়ার লালন অনুসারী সাধুরা?

‘আপন ঘরের খবর নেনা, অনা’সে দেখতে পাবি কোনখানে সেই বারামখানা’ বাউল সাধক ফকির লালন সাঁইজি তার জীবদ্দশায় মানব ধর্মের কথা বলেছেন, নিজে পালন করেছেন এবং তাঁর শিষ্যদেরও একই মত ও পথ দেখিয়েছেন। ফকির লালন শাহ্ নিজেও সে সময়ের মহামারী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পালক মা’র সেবায় বেঁচে উঠেছিলেন।

এখনও সেই অজানা অদৃশ্য মহামারী রোগে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। লালন সাঁইজিকে মৃত ভেবে তাকে না ছুঁইয়ে কলার ভেলায় ভাসানো হয়েছিল, ঠিক এখনও তাই করোনা রোগে আক্রান্ত হলে জানাজা পড়ানোর ঈমাম খুঁজে পাওয়া দুস্কর হচ্ছে। রোগীকে রাখা হচ্ছে বনবাসে তালপাতার কুটিরে। সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে সামাজিক আর শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার চেষ্টা করছেন।

গতকাল বুধবার এ দূরত্ব মেনে চলার ৫২তম দিন পার হয়েছে। প্রায় দু’মাস হতে চলা এই অঘোষিত লকডাউনে সরকারি বা বেসরকারি ভাবে কর্মহীন, দিনমজুর, দরিদ্র, অস্বচ্ছল ও দুস্থদের মাঝে কম-বেশি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ত্রাণ সহায়তার আওতায় কি শুভ্র বসনে ও ভুষনে থাকা মানবধর্মে বিশ্বাসী লালন অনুসারী মানুষ গুলো এসেছেন? একবারও কি খোঁজ নেওয়া হয়েছে তাদের? কিন্ত এরাও তো এই সমাজের অংশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন ঘরবন্দী ফকির-সাধু তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন দীনহীনভাবে। এরা সবসময়ই সংসারের বেড়াজাল বলেন আর মায়াজাল বলেন তার বাইরে থাকেন। স্বেচ্ছায় কেউ অন্নদান করলে তা গ্রহণ করেন, কিন্তু তা কখনও হাত বাড়িয়ে চেয়ে নেন না।

গুরুভক্তে বিশ্বাসী প্রকৃতিপ্রেমী নির্লোভ মানুষগুলো কখনও অন্যের অমঙ্গল কামনা করেন না। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ ত্রাণ বা সাহায্য সহযোগিতা না পেলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারকে একদম ‘উদ্ধার’ করে দেয়! কিন্তু সহজ সরল নির্লোভ সাদা মনের মানুষগুলো না খেয়ে থাকলেও কখনও হীনদৃষ্টি দিয়ে অন্যের অনাসৃষ্টি করেন না। অথচ এদের খবর নেবার একটিবারও প্রয়োজন বোধ হয়নি প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের।

সাধুরা সংসারত্যাগী নির্লোভ মানুষ। এরা ভক্তদের সেবা নিয়ে অথবা

সাধুসঙ্গ করে মূলত দিনাতিপাত করে থাকেন। করোনায় বর্তমানে সকলেই নিজ বাড়িতে বন্দী। বাদ নেই সাধু, গুরু ও লালন ভক্তবৃন্দ। কোন ধরনের খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না তারা।

নিরামিষভোজী এসব মানুষগুলো খেয়ে বা না খেয়ে থাকলেও কাউকে বলবে না অন্নদানের কথা। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিৎ এসব ধামবন্দী সাধুদের অন্নদানে। এমনটিই মনে করছেন স্থায়ীয় সুশীল সমাজ।

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রচার অভিযানে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিতরণ করেছে চার্চ অব বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা ইউনিট।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ‘চিকিৎসায় যক্ষা রোগ ভাল হয়, কুষ্ঠ রোগীদের অবহেলা করতে নেই’ এ শ্লোগান সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করেন এ প্রতিষ্ঠানটি।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিস থেকে বিতরণ কাজ শুরু করে বিভিন্ন গ্রামে পাড়া মহল্লা ও পাবলিক প্লেসে এসকল লিফলেট বিতরণ করেন চার্চ অব বাংলাদেশের যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জেলা সমন্বয়কারি সন্ধা মন্ডল। তাকে সহযোগীতা করেন মাঠ কর্মী মার্টিন লাহেরি। সেই সাথে মহামারি করোনা প্রতিরোধে মানুষকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তারা।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে আর কোনো নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ২ জন। আজ বুধবার নতুন প্রাপ্ত ফলাফল ৫৮ টি এরমধ্যে (অসম্পূর্ণ আছে ১৯ টি) নেগেটিভ ৩৯ টি।

আজ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ফলাফল ৩৪২ টি এরমধ্যে: পজেটিভ ২ টি, নেগেটিভ ৩২১ টি, অসম্পূর্ণ রয়েছে ১৯ টি।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর এর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিদিন কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই চলছে টিসিবি পণ্য বিক্রয়

সারা বিশ্ব যেখানে করনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানে মেহেরপুরের বারাদীতে সরকারি নির্দেশনা না মেনেই চলছে টিসিবির বিভিন্ন রকমের পণ্য বিক্রয়।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার সময় মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই চলছে টিসিবি পণ্য বিক্রি। যেখানে, প্রশাসনের দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ। গাদাগাদি করে লাইনে দারিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ভির করেছেন সাধারণ জনগণ।

এখানে ৬০ টাকা কেজি দরে ছোলা, ৫০ টাকা কেজি দরে মসুর ডাউল, ৫০ টাকা কেজি দরে চিনি, ১২০ টাকা কেজি দরে খেজুর ও ৮০ টাকা কেজি দরে

তেল বিক্রিয় করা হচ্ছে।

তবে সকাল থেকে লাইনে দাড়িয়ে পণ্য না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেক ক্রেতা কে।